দৈনিক সংবাদ
038
তারিখ 19 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন

গত ১১ই এপ্রিল 'সংবাদ'-এ 'পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব' এই শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। সেই প্রসঙ্গেই আমার এই পত্রের অবতারণা।

ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে যে মূল্য আছে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে তা মনে হয় না। বিনা দোষে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী নিতে যে সময়ের অপচয় হচ্ছে সেদিকে যেন কারও কোন মনোযোগ নেই। গরীব দেশের অভিভাবক উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলে-মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন তা কেবল একটি দিনের প্রত্যাশায় যখন তাদের সন্তান উচ্চতর ডিগ্রী পেয়ে কর্মসংস্থান লাভে সমর্থ হয়ে পিতামাতার দুঃখ লাঘব করবে। কিন্তু এমনিতেই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোর্স শেষ করতে সময় লাগে প্রায় দ্বিগুণ (যেমন চার বছরের কোর্স শেষ করতে লাগে প্রায় সাড়ে সাত বছর), তার উপর আছে স্পেশাল ভ্যাকেশন—মানে সরকারী নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। মূলতঃ এ কারণেই কোর্স শেষ হতে বিলম্ব হয় বেশী। তাই দেখা যায় ডিগ্রী লাভের পর বয়সের প্রশ্নে তারা অকৃতকার্য হয় চাকরির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ একবার না পারলে দ্বিতীয়বার যে চেষ্টা করবে সে সুযোগ অনেকেই বয়সের কারণে পায় না।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে আমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের মার্চে। তাও '৮৬ সালেও আমাদের পরীক্ষার তারিখ চারবার পরিবর্তিত হয় (২৬শে জানুয়ারী, ৩০শে জানুয়ারী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ১৭ই মার্চ) এবং অবশেষে ছাত্রদের চাপের মুখে ১৭ই মার্চ থেকে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিতে বাধ্য হন।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানিনা, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে 'বিভিন্ন ধরনের পলিটিক্স' চলে। এ ছাড়াও একজন দু'জন শিক্ষকের গাফিলতির জন্য পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনেক বিলম্ব হয়; যদিও কোন ডিপার্টমেন্টেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০-এর অধিক নয়। ফল প্রকাশের এই বিলম্ব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কতটা মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাড়ায় তা যেকোন বিবেকবান ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন।

চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি, এদু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার দু'সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের মধ্যেই মাষ্টার্স ডিগ্রির কোর্স শুরু হয়ে যায়, যার ফলে পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশিত হলেও ছাত্রছাত্রীদের খুব একটা ক্ষতি হয় না। কারণ ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর—এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যার দরুন অনার্স পরীক্ষায় কে কেমন রেজাল্ট করবে বা পাশ করবে কি না করবে তা আগে থেকেই বুঝা যায়, যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরও আপত্তি থাকে না রেজাল্ট পাবার আগেই এম, এ'র ক্লাস শুরু করতে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ আমাদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হোক বা না হোক জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও যেন অনার্স পরীক্ষা শেষ হবার পরপরই মাষ্টার্স-এর ক্লাস শুরু করে দেয়া হয়। এমনিতেই বিভিন্ন কারণে আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে আমরা আর সময় নষ্ট করতে চাই না।

রুমানা আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

টি, এস, সি'র পাশ দিয়ে বাস, কোস্টার চলাচলের অনুরোধ

স্বাধীনতার পূর্ব হতে এবং পরবর্তী সময়ে গুলিস্তান হতে যে সমস্ত বাস, কোস্টার ফার্মগেট, এয়ারপোর্ট, টঙ্গী যায়, সে সমস্ত বাস, কোস্টার সব সময় হাইকোর্টের মোড় (শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দীর মাজার) হয়ে টি, এস, সি দিয়ে শাহবাগ হয়ে চলাচল করত। কিন্তু বিগত ছয় মাস যাবৎ সকল বাস, কোস্টার এই পথে না গিয়ে ইনজিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট হয়ে শিশু পার্কের সামনে দিয়ে শাহবাগ হয়ে যায়। এতে চানখাঁরপুল, বকশীবাজার, হোসেনী দালান, নীলক্ষেত, পলাশী প্রভৃতি এলাকার বিপুলসংখ্যক যাত্রীর দারুণভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আমার জানামতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কয়েকমাস আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষের দরুন এই রুটের বাস অন্যপথ দিয়ে চলাচল শুরু করে। যে রুট সর্বজনস্বীকৃত সে রুটে এতো দিন বাস, কোস্টার বন্ধ থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এই বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক অবিলম্বে এই রুটে সকল বাস, কোস্টার চলাচলের নির্দেশ প্রদান করতঃ এই এলাকার বিপুলসংখ্যক যাত্রীর উপকারার্থে এগিয়ে আসার অনুরোধ করছি।

আজফার-উজ-জামান সোহরাব,
পরিকল্পনা ও মনিটরিং বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।